Digital Equity for All Ages
ডিজিটাল সমতা, সকল বয়সের প্রাপ্যতা

প্রবীণ কণ্ঠ

আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস বিশেষ সংখ্যা

অক্টোবর, ২০২১

সম্পাদকীয়

Digital Equity for All Ages
ডিজিটাল সমতা সকল বয়সের প্রাপ্যতা

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের এই পর্যায়ে উন্নত, উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত সকল দেশ তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিতে সেবাখাত ও সেবা ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হচ্ছে। এই ব্যবস্থাপনায় সকলের অভিগম্যতা বৃদ্ধির জন্য তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের বৈষম্য হ্রাস করতে হবে। বাংলাদেশে তথ্য প্রযুক্তির সংযুক্তিতে/প্রাপ্যতায় বয়সভিত্তিক ব্যপক বৈষম্য রয়েছে। বর্তমানে তরুণ যুবকরাই তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের একচেটিয়া অবস্থানে রয়েছেন। কিন্তু বয়স্ক জনগোষ্ঠী তথা প্রবীণরা তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক উপকরণ ও সেবা ব্যবহারে পিছিয়ে আছে। শুধু পিছিয়ে নয় সেবা বঞ্চিত হচ্ছে ফলে প্রবীণ জীবনের মান উন্নয়নে সকল সেবা তাদের জন্য সঠিকভাবে কার্যকর হচ্ছেনা এবং তারা বিশেষ করে স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সেবা বঞ্চিত হয়ে দৈনন্দিন জীবন কর্মকাণ্ড পরিচালনায় পিছিয়ে পড়েছেন।

পিছিয়ে পড়া দূর করার জন্য বাংলাদেশ ন্যূন্যতম সচেতনতা তৈরি হয়নি ফলে রাষ্ট্রীয় নীতি কৌশল ও পরিকল্পনায় প্রবীণদেরকে তথ্য প্রযুক্তির সাথে যুক্ত করার কোন প্রয়াস নেই। এ প্রচেষ্টা না থাকায় প্রবীণদের মধ্যে কোন আগ্রহ ও উদ্যোগ তৈরি হয়নি।

বর্তমান করোনা মহামারী প্রমাণ করেছে ডিজিটাল প্রযুক্তি কোন বিলাসিতা নয়, এটি জীবনরক্ষাকারী একটি মাধ্যম হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, কাজেই কভিড-১৯ এর শিক্ষা থেকে কতগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরী।

গবেষণা বা জরিপের মাধ্যমে প্রবীণদের তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের বাস্তব পরিস্থিতির উপাত্ত বা তথ্য সংগ্রহ করা। এ তথ্যকে কেন্দ্র করে প্রবীণদেরকে তথ্য প্রযুক্তি অন্তর্ভূক্তির জন্য একটি কৌশল ও পরিকল্পনা তৈরি করা। পরিকল্পনা হবে বহুমুখী, একদিকে তথ্য প্রযুক্তির যন্ত্রসমূহ (Devices) যুক্ত হবে, যা হবে প্রবীণ বান্ধব ও প্রবীণদের ব্যবহার উপযোগী, অন্যদিকে প্রবীণদের ডিজিটাল সাক্ষরতা বাড়িয়ে পর্যায়ক্রমে শতভাগ করা। ডিজিটাল সাক্ষরতা বলতে মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট ব্যবহারে সাথে পরিচিত থাকা ও সাধারণভাবে ব্যবহার করতে পারা। মনে রাখতে হবে ডিজিটাল সেবায় প্রবীণদের অন্তর্ভূক্তি প্রস্তুতি গুরুত্বপূর্ণ। যথাযথ সহায়তা ও প্রস্তুতি ছাড়া প্রবীণদের জন্য সরকার প্রদত্ত সেবা ডিজিটালাইজেশন করলে তার সুফল প্রবীণরা পাবেন না। উদাহারণ স্বরূপ দরিদ্র প্রবীণদের জন্য বয়স্কভাতা মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে পরিশোধ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ বয়স্কভাতা উপকারভোগীর মোবাইল ফোন নেই। সেক্ষেত্রে তাদেরকে নির্ভর করতে হয়েছে অন্যের মোবাইলের উপর ফলে তারা ভাতার অর্থের উপর নিয়ন্ত্রণ হারাবেন, কাজেই প্রবীণদের জন্য এই পদক্ষেপ ডিজিটাল ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করবে না। প্রবীণদের ডিজিটাল ন্যায্যতা অর্জন রাতারাতি সম্ভব হবেনা। তবে প্রবীণদের জন্য ডিজিটাল নায্যতার রূপরেখা তুলে ধরতে হবে, পর্যায়ক্রমে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। ডিজিটাল ডিভাইস প্রবীণদের দৈনন্দিন জীবনের জন্য আর্শীবাদ হয়ে উঠতে পারে যদি ডিভাইস সমূহ প্রবীণবান্ধব ও প্রবীণদের জীবনের বাস্তবতার সংগে সংগতিপূর্ণ হয়। প্রবীণদের জন্য ডিজিটাল বা তথ্য প্রযুক্তি করতে সরকার, প্রাইভেট সেক্টর, এনজিও, এবং তথ্য প্রযুক্তি পেশাজীবি একত্রে কাজ করতে হবে- তাহলেই একবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের প্রবীণরা ডিজিটালাইজেশন তথা তথ্য প্রযুক্তির সুফল ভোগ করতে পারবেন।

এ সংখ্যায় থাকছে,....

- রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক) ১লা অক্টোবর ২০২১ আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবসে "ডিজিটাল সমতা, সকল বয়সের প্রাপ্যতা"র বিশ্লেষণ।- ২
- প্রবীণদের অবস্থা এবং করণীয়- ৩
- বাংলাদেশে প্রবীণদের জন্য তথ্য প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণ অত্যন্ত বিরল ঘটনা, ক্রিয়েটিভ আইটি বাংলাদেশে প্রবীণদের জন্য প্রথম প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিল। প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী মনির হোসেন এর সাক্ষাৎকার।- ৪
- রাইট বেজড এপ্রোচ দৃষ্টিকোন থেকে বাংলাদেশে প্রবীণদের জন্য ডিজিটাল ন্যায্যতা- ৫
- আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস পালনে রিকের উদ্দেশ্য ও প্রবীণদের জন্য ডিজিটাল ন্যায্যতা নিয়ে রিকের নির্বাহী পরিচালকের সাক্ষাৎকার- ৬
- প্রবীণদের ডিজিটাল অন্তর্ভূক্তির চাহিদা ও সরকারের দিক সমূহ- ৭
- রিকের প্রবীণ দিবস উদযাপন- ৮

১ অক্টোবর ২০২১ আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবসে প্রতিপাদ্য "ডিজিটাল সমতা, সকল বয়সের প্রাপ্যতা"র রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক) এর বিশ্লেষণ।

তোফাজ্জেল হোসেন, গবেষক, রিক

রসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক) ৯০ সাল থেকে তার সকল শক্তি দিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস পালন করে আসছে। তৃণমূল প্রবীণদের কণ্ঠ রিকের আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস পালনে প্রতিফলিত হয়েছে। এবারকার আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবসে প্রবীণরা বলেছেন, **এক.** মোবাইল ফোনের ব্যবহার সকল বয়সীদের জন্য বিশাল সুযোগ তৈরি করেছে তবে প্রবীণরা এ সুযোগের অংশীদার হয়ে উঠতে পারেন নি। তারা অন্য বয়সীদের চেয়ে পিছিয়ে আছেন। **দুই.** "ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারছেন ১০% প্রবীণ" **তিন.** সরকার ও পরিবার কেউ তাদের ইন্টারনেট ব্যবহারে উল্লেখযোগ্য সহায়তা করছেন না।

আমরা যদি ডিজিটাল বাংলাদেশকে অনলাইন ও অফলাইন দু'ভাগে ভাগ করি তবে অধিকাংশ ষাটোর্ধ্ব প্রবীণরা অফলাইনে রয়েছেন। অফলাইনে থাকা মানেই পিছিয়ে পড়া- তাই ডিজিটাল বাংলাদেশে প্রবীণরা ক্রমশ: পিছিয়ে পড়েছেন, প্রবীণদের- প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিবেচনা করে তাদের অফলাইনে থাকাকে স্বাভাবিক মনে করছেন, এই স্বাভাবিক মনে করা একটা বড় বাধা।

তথ্য প্রযুক্তি থেকে প্রবীণদের বাদ পড়া- ও বাদ পড়ার কারণ- মূলত: আর্থ সামাজিক ও শিক্ষার পশ্চাদপদতা। ৬০ বছরের পরে শ্রম নির্ভর প্রবীণরা আর্থ-সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত সক্ষমতায় পিছিয়ে পরছেন ও ডিজিটাল সেবায় অন্তর্ভূক্ত হতে পারেন না। তথ্য প্রযুক্তি থেকে বাদ পড়া প্রবীণদের মধ্যে বাংলাদেশে অধিকাংশ নাগরিকই নিরক্ষর।

বাংলাদেশের প্রবীণদের মধ্যে অর্ধেকের বেশী ফাংশনাল অক্ষরজ্ঞান নেই এবং প্রবীণরা কোন বয়স্ক শিক্ষারও সুযোগ পায় নাই। এদের জন্য তথ্য প্রযুক্তি সাক্ষরতা তৈরি করা একটি চ্যালেঞ্জের বিষয়। এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে প্রবীণদের জন্য নীতি কৌশল ও কর্মসূচিগত কোন উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি।

প্রবীণ দারিদ্র্য: সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যায় প্রবীণদের মধ্যে দরিদ্র্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পারিবারিক সুরক্ষা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছেন। এই দরিদ্র প্রবীণদের জন্য তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক সেবায় অভিগম্যতা তৈরিতে বিশেষ কর্মসূচি প্রয়োজন। এই কর্মসূচি না থাকায় দরিদ্র প্রবীণরা ডিজিটাল বৈষম্য বা ডিজিটাল ডিভাইডের কঠিনতম শিকার হচ্ছেন ফলে "ডিজিটাল বাংলাদেশ" অগ্রগতিতে দরিদ্র প্রবীণদের জন্য কোন সুখবর দিচ্ছে না।

প্রবীণদের ডিজিটাল বৈষম্য বা ডিজিটাল ডিভাইড অতিক্রম করার কোন ইতিবাচক পরিবেশ নাই। নগরের শিক্ষিত প্রবীণদের বাইরে সাধারণ প্রবীণদের ডিজিটাল ডিভাইড উত্তীর্ণ করতে ডিজিটাল সাক্ষরতার গুরুত্ব আছে বলে সেটা সাধারণ প্রবীণরা নিজেরাই বিশ্বাস করেন না। তাই প্রবীণদের ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করতে পরিবার, প্রতিবেশী এবং আত্মীয় স্বজনরা উৎসাহিতও করেন না। এমনকি ঢাকা শহরের প্রবীণদের ডিজিটাল দক্ষতা অর্জনের কোন প্রশিক্ষণের কোন ব্যবস্থাও নেই। 'ক্রিয়েটিভ আইটি' নামে একটি প্রশিক্ষণ সংস্থা চল্লিশোর্ধ্ব অপেক্ষাকৃত বয়স্কদের জন্য ডিজিটাল দক্ষতার জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছিল কিন্তু তাদের সফলতা বিফলতা সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি।

প্রবীণদের অনলাইন ব্যবহার সম্পর্কে নেতিবাচক মিথ:

১ নম্বর মিথ: প্রবীণরা অনলাইন ডিভাইস ব্যবহার করতে অক্ষম। এই মিথ হচ্ছে অনলাইন ব্যবহারে প্রবীণদের প্রতিবন্ধীতা আছে। কিন্তু এটা সত্য নয়, এটা হচ্ছে বয়স বৈষম্যবাদ বা **Ageism**।

২ নম্বর মিথ: প্রবীণরা অবসরপ্রাপ্ত, তাদের কর্মকাণ্ড ও যোগাযোগ সীমিত, এই সীমিত কর্মকাণ্ড যোগাযোগের জন্য ডিজিটাল সাক্ষরতা দক্ষতার কোন প্রয়োজন নেই। এটা সত্য নয়, অধিকাংশ দেশের প্রবীণরা নীতি নির্ধারণের নেতৃত্বে রয়েছেন এমনকি পরিবারেও তারা পরিবার প্রধান তাই ডিজিটাল সাক্ষরতা ও দক্ষতার বাস্তব প্রয়োজন রয়েছেন।

নীতি ও কর্মসূচিতে প্রবীণদের অন্তর্ভূক্তির কোন সিদ্ধান্ত নাই। সরকার ডিজিটাল নীতি, কৌশলের কোন **Human Face** নাই। বস্তুগত উন্নয়নের বিষয় রয়েছে তবে ডিজিটাল ব্যবহারকারীদের বিষয়ে বিস্তারিত নাই যা আছে সেখানে প্রবীণদের অন্তর্ভূক্তি কোন উল্লেখও নাই। এই পুরো পরিস্থিতি থেকে

সহজেই অনুমেয় যে বাংলাদেশের প্রবীণরা ডিজিটাল ন্যায্যতা অর্জনের ক্ষেত্রে কোনভাবেই এগিয়ে নেই। কাজেই এবারকার আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবসকে সামনে রেখে কয়েকটি সুপারিশ তুলে ধরা হলো:

১. ষাটোর্ধ্ব প্রবীণদের ডিজিটাল স্বাক্ষরতা বৃদ্ধির কর্মসূচি নিতে হবে। যারা ডিজিটাল সাক্ষরতা অর্জন করেনি, তার কারণ নির্ণয় করতে হবে। সেই অনুযায়ী প্রবীণদের জন্য বাস্তবসম্মত ডিজিটাল সক্ষমতা ও অভিগম্যতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ নিতে হবে।

২. বয়স্ক শিক্ষার আদলে প্রবীণদের জন্য ডিজিটাল সাক্ষরতা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে।

৩. এসডিজি, সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী, "প্রবীণদের ডিজিটাল ন্যায্যতা প্রাপ্তিতে পদক্ষেপ নিশ্চিত করতে হবে।

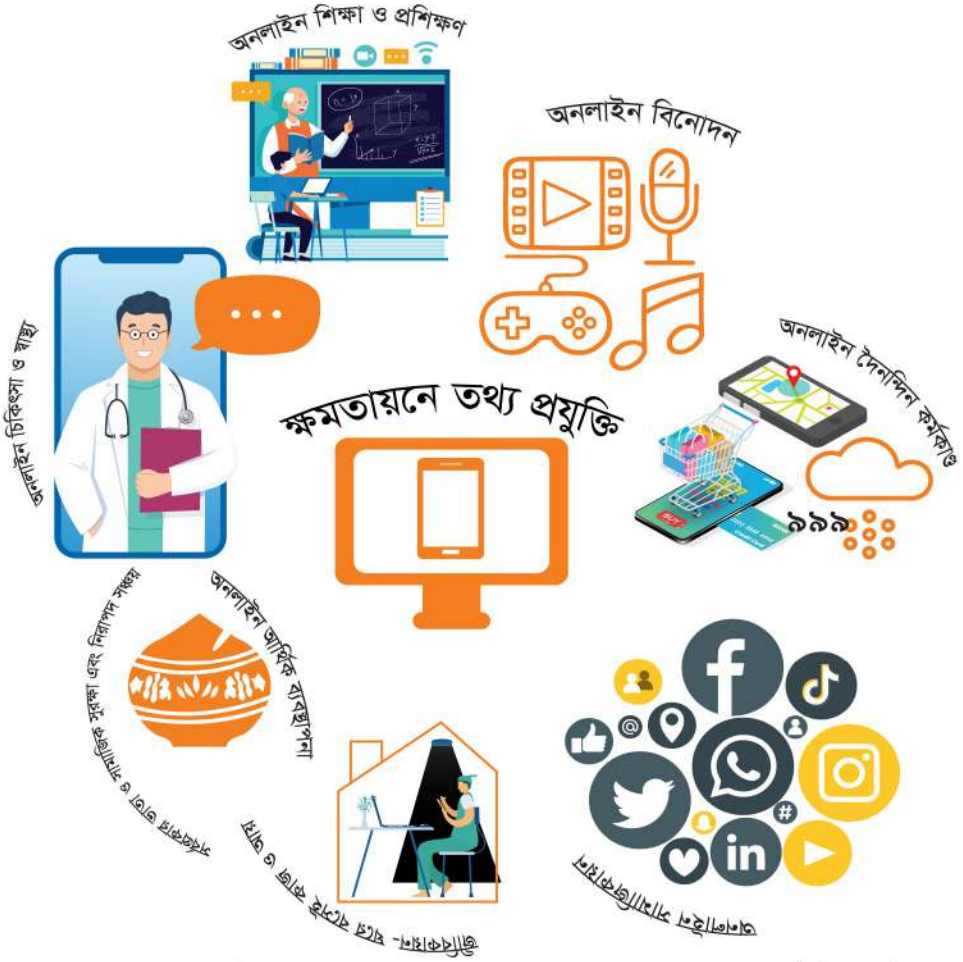

তোফাজ্জেল হোসেন মঞ্জু

প্রবীণদের অবস্থা এবং করণীয়

মানব জীবন চক্রে কয়েকটি ধাপ রয়েছে, শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ় বা প্রবীণ। মানব জীবনের শেষ স্তর প্রবীণ, বর্তমানের প্রেক্ষিতে প্রবীণ জীবন ক্রমান্বয়ে খুবই দুর্বিসহ হয়ে উঠছে। বাংলাদেশে নগরায়ন ও শিল্পায়নের হার দ্রুতগতিতে বাড়ছে, ফলে জীবিকায়নের প্রয়োজনে মানুষের স্থানান্তর ঘটছে, ভাঙ্গছে যৌথ পরিবার সৃষ্টি হচ্ছে অনু পরিবার। প্রবীণরা হয়ে যাচ্ছেন একাকী। ২০১১ সালের তথ্যানুযায়ী হাজারীবাগ জনপদে মোট জনসংখ্যা ১৮৫,৬৩৯ জন। তার মধ্যে ৬০-৬৯ বছরের প্রবীণ হচ্ছেন ৫১৬০ জন, ৭০-৭৯ বছরের প্রবীণ হচ্ছেন ২১৯৯ জন, আশি উর্ধ্ব প্রবীণের সংখ্যা ৮৩৮ জন। (সুত্র: https://www.citypopulation.de/en/bangladesh/dhaka/2628_hazaribagh/)

আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি, ঢাকা মহানগরের জনগোষ্ঠী মূলত বহু জেলার জনগোষ্ঠীর সংমিশ্রন, ফলে বিভিন্ন জেলার সংস্কৃতি এখানে এসে মিশেছে, জনগোষ্ঠীতে তৈরি হচ্ছে বৈচিত্র্য। হাজারীবাগ এলাকাটি মূলত দরিদ্র, নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত জণগোষ্ঠীর আবাস। রিক ও পুবালী ব্যাংকের যৌথ উদ্যোগে প্রবীণদের একটি সহায়তা কার্যক্রমে কাজ করতে গিয়ে দেখেছি, সহায়তা প্রত্যাশীদের বেশীর ভাগই ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী ছিলেন, এদের বেশীর ভাগই তফসিলি সম্প্রদায় ভূক্ত ও দেশের উত্তরাঞ্চল থেকে আগত।

একজন প্রবীণ যদি প্রতি মাসে পাঁচ হাজার টাকা বয়স্ক ভাতা হিসাবে বরাদ্দ পান তবে পরিবারে আশাতীত ভাবে তার কদর বেড়ে যাবে। প্রত্যেক প্রবীণ এর জন্য যদি রাষ্ট্রীয়ভাবে জাতীয় পরিচয় পত্রের আলোকে ব্যাংক, হাসপাতাল, টিকেট কাউন্টার সর্বত্র প্রবীণদের প্রাধিকার দেয়া উচিৎ। গণপরিবহণে তাদের জন্য হ্রাসকৃত মূল্যে সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। নগর প্রবীণদের জ্ঞান ভিত্তিক জীবিকায়নের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আবার অন্যদিকে স্বল্প শিক্ষিত প্রবীণরা যাতে স্বল্প পরিশ্রমের কাজে যুক্ত হতে পারেন সে বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করা যেতে পারে। আন্তঃপ্রজন্ম সংহতির ধারণায়, কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত নবীণরা প্রবীণদেরকে জীবিকায়নে সহায়তা করতে পারে। এলাকায় আন্তঃপ্রজন্ম সহযোগে প্রবীণ কমিটি গঠন করা যেতে পারে, তারা এলাকাভিত্তিক প্রবীণদের খোঁজ খবর নিতে পারে, স্বেচ্ছাশ্রম বা বানিজ্যিক ভিত্তিতে প্রবীণদেরকে সেবা দিতে পারে। জাতীয় সঞ্চয় স্কীমগুলিতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রবীণ ও প্রতিবন্ধীদের জন্য আলাদা মুনাফা কাঠামো গড়ে তোলা যেতে পারে। প্রবীণদের চিকিৎসার জন্য একটি বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ অত্যন্ত অপরিহার্য।

বীর মুক্তিযোদ্ধা কে. এম. সিদ্দিক আলী
সহ সভাপতি (কেন্দ্রীয় কমিটি)
নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ ফোরাম (নাসফ)

বাংলাদেশে প্রবীণদের জন্য তথ্য প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণ অত্যন্ত বিরল ঘটনা, ক্রিয়েটিভ আইটি বাংলাদেশে প্রবীণদের জন্য প্রথম প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিল। প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী মনির হোসেন এর সাক্ষাৎকার।

২০২১ সালে আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবসের প্রতিপাদ্য 'Digital Equity for All Ages' বা ডিজিটাল সমতা, সকল বয়সের প্রাপ্যতা" সম্পর্কে জানেন কিনা?

এ বছরের ১ লা অক্টোবর বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবসের ৩১তম বার্ষিকী পালিত হচ্ছে। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় **"Digital Equity for All Ages"**. ডিজিটাল বিশ্বে প্রবীণ ব্যক্তিদের প্রবেশাধিকার এবং অর্থবহ অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যেই জাতিসংঘ এই প্রতিপাদ্যকে বেছে নিয়েছে।

এছাড়াও ১লা অক্টোবর **International Day of Older Persons ২০২১ (IDOP)** উপলক্ষে জাতিসংঘ ভার্চুয়াল একটি জুম ওয়েবিনার এবং ফেসবুক লাইভ আয়োজন করেছে যা একই প্রতিপাদ্য ও শিরোনাম **"Digital Equity for All Ages"** নামে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রতিপাদ্য বিষয়টি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও অর্থবহ।

বিষয়টি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কতটা প্রাসঙ্গিক?

আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটেও বিষয়টি বেশ প্রাসঙ্গিক। কেননা আমাদের দেশ বর্তমানে ডিজিটালি অনেক এগিয়ে। বাজার ঘাট থেকে শুরু করে ব্যাংকিং সবখানেই রয়েছে ডিজিটাল প্রযুক্তি।

বর্তমানে আমাদের দেশে প্রবীণদের সংখ্যা প্রায় দেড় কোটি। যাদের ৯০% ভাগই নতুন প্রযুক্তির সাথে পরিচিত নন। ফলে তারা পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ছেন। তাদের অনেকেই আছেন যারা জীবন সায়াহ্নে নতুন অর্থবহ সূচনা করতে চান। তারা চান ডিজিটাল বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অভাব রয়েছে তাদের সাহসের ও আমাদের সহযোগিতার। সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গাটা যদি ভাবি সেক্ষেত্রে কিন্তু তাদের জন্য আমাদের করণীয় অনেক কিছু রয়েছে। এটা মানতে হবে যে আমাদের বর্তমান অবস্থান তাদেরই তৈরি, তো সেই জায়গা থেকে তারা যদি এমন পরনির্ভরশীল অসহায় জীবনযাপন করে তাহলে সেটা আমাদের ব্যার্থতা।

এক্ষেত্রে আমরাও পারি এ ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে দেশের প্রবীণ ব্যক্তিদের উৎসাহিত করে ডিজিটাল বিশ্বের সাথে তাদের সম্পৃক্ত করতে। আমরাদের উচিত অন্যান্য দিবসের মত এই দিবসটিকে গুরুত্ব দিয়ে পালন করা।

আপনার প্রবীণদের তথ্য প্রযুক্তি দক্ষতা অর্জনে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন, কেন এ ধরণের কর্মসূচি করেছিলেন?

আমরা সবসময় চ্যালেঞ্জিং কিছু করার চেষ্টা করেছি। তার মধ্যে প্রবীণ ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ করা আমাদের এমনই একটা উদ্যোগ। বর্তমান বিশ্ব প্রযুক্তি ছাড়া কল্পনা করা যায় না। প্রযুক্তির কল্যাণে আমরা যেমন একদিকে ত্বড়িৎ গতিতে এগিয়ে যাচ্ছি অপর দিকে আমাদের প্রবীণ প্রজন্ম অসহায়ত্বের অন্ধকারে স্থবির হয়ে আছে। সাধারণ একটা এসএমএস পাঠাতে হলেও তাদের অন্য কারো সাহায্য নিতে হয়। কারো সাথে কথা বলতে হলেও এখন ব্যবহার করতে হয় ইমো বা হোয়ার্টস অ্যাপ যা তারা প্রযুক্তি ভীতির ফলে শিখতেও চায় না। তাদের এই অসহায়ত্ব দূর করে ডিজিটাল বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলার উপযোগী করে তোলার লক্ষ্যেই আমি এ ধরণের কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলাম।

এ বিষয়ে আপনার ভাবনা কী ছিল?

প্রবীণদের অবহেলার অবসরটাকে কিভাবে উপভোগ্য করে তোলা যায়? কিভাবে নতুন প্রযুক্তির সাথে পরিচিত করে তাদের প্রযুক্তি ভীতিকে দূর করা যায়? এই প্রশ্নগুলো আমাকে ভাবনায় ফেলেছিলো। সেই ভাবনা থেকেই তাদের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলাম। যাতে করে অবসরকে উপভোগের পাশাপাশি নিজেদের আত্মবিশ্বাস ফিরে পায়।

বর্তমানে সকলেই কাজে ব্যস্ত থাকার দরুন সবচেয়ে একাকীত্ব অবস্থায় আছেন আমাদের সমাজের ষাটোর্ধ্ব নাগরিকরা প্রথমত যুগের সাথে তাল মেলাতে হিমশিম খাচ্ছে, দ্বিতীয়ত সেই সুযোগটা পাচ্ছে না। তাই আমরা চেষ্টা করেছি সেই জায়গাটায় কাজ করতে যেন তারা আইটি দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে যুগোপোযোগী হয়ে উঠতে পারেন।

তারা যতই শিক্ষিত বা অভিজ্ঞ হোক না কেন ডিজিটাল বিশ্বে আইটি সেক্টরে জ্ঞান বা প্রযুক্তির জ্ঞান অর্জন না করলে এই যুগে তাল মেলানো খুব কঠিন হয়ে যাবে। এছাড়াও আইটি সেক্টরে দক্ষতা তাদের বাসায় বসে কাজ করার ও আয় করার দারুণ সুযোগও তৈরি করে দেয়। এই ভাবনাগুলো থেকেই আমার এ ধরণের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ।

এ কর্মসূচিতে আপনার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলবেন কি ?

এ কথা সত্য শিশুদের মত প্রবীণদের নিয়ে কাজ করতে হলে প্রচুর ধৈর্য্যের প্রয়োজন হয়। যেহেতু তাদের মধ্যে প্রযুক্তি ভীতিও ছিলো। তাই এ কর্মসূচির শুরুর আগেই বিষয়টিকে মাথায় রেখে প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেছিলাম। আমাদের মেন্টরদের সেভাবেই গ্রুমিং করা হয়েছিলো যেন তাদের সহায়তায় প্রবীণরা আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠতে পারেন। প্রযুক্তি সম্পর্কে যে কোনো সমস্যার সমাধান উনারা যেন আমাদের কাছ থেকেই নিতে পারেন সেই সুব্যবস্থাও করেছিলাম ।

সবচেয়ে ভালো লাগার বিষয় তারা যে এত বেশি আগ্রহ প্রকাশ করেছেন ও নতুন কিছু শিখেছেন। তারা নিজে থেকেই এখন প্রযুক্তি নির্ভর অনেক কিছুই করতে পারেন। তাদের অসহায়ত্ব ও পরনির্ভশীলতা চলে যাওয়ার মুখে ফুটেছে হাসি। তাদের মুখের হাসি এ ধরনের কাজের আগ্রহ আরো বাড়িয়ে দেয়। বিষয়টি নিসন্দেহে মনে রাখার মত অভিজ্ঞতা।

শুধু তাই নয় তাদের প্রযুক্তি ভীতি দূর হওয়ার পাশাপাশি তাদের মধ্যে অনেকেই ডিজিটাল বিশ্বের দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তড়িত হয়েছেন। তারা হয়েছেন স্বাবলম্বী, কাজ করছেন আন্তর্জাতিক মার্কেটপ্লেসেও। সর্বোপরি বলা যায় পথটা কঠিন হলেও তাদের নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা দারুণ ছিল।

বর্তমানে এ কার্যক্রমের কী অবস্থা?

বর্তমান পর্যন্ত প্রবীণদের জন্য মোট ৪ টা ব্যাচ পরিচালনা করেছি আমরা। ২০১৮ তে ১টা, ২০১৯ এ ১টা এবং ২০২০ এ ২ টা। আমাদের

বর্তমান পরিকল্পনা কিছুটা ব্যতিক্রম। আমরা চেষ্টা করছি বৃহৎ পরিসরে এ বিষয়ে কাজ করতে। প্রথমত আমরা চেষ্টা করব আমাদের প্রাক্তণ শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিশেষ আয়োজন করতে এবং এরই মধ্যে আমরা সিনিয়র সিটিজেনদের সাফল্যের ভিডিও আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলোতে প্রকাশ করেছি। এতে করে অন্যদের আগ্রহ সৃষ্টির পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এবং আশা করছি খুব শীঘ্রই আরো বড় পরিসরে এ বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করতে ও স্কলারশিপ প্রোগ্রাম নিয়ে আসতে।

বর্তমানে প্রবীণদের ডিজিটাল সাক্ষরতা অর্জনে বা তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষ করার জন্য কি কি করণীয় আছে? সরকার, এনজিও, প্রাইভেট সেক্টর।

যখন সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার পরিকল্পনা করে কিংবা এনজিও, প্রাইভেট সেক্টরে ডিজিটাল জনশক্তির গড়ে তোলার জন্য কোন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় তখন প্রবীণদের ভঙ্গুর শ্রেণি বলে ধরে নেওয়া হয়। ফলে তাদের জন্য কোনো বাজেট নির্ধারিত হয় না। তাদের জন্য গ্রহণ করা হয় না কোন কর্মসূচি।
তাহলে দৃষ্টিভঙ্গি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দৃষ্টিভঙ্গিগত একটা সীমাবদ্ধতা কিন্তু বড় জায়গাগুলোতে রয়েই গেছে। প্রথমেই এই দৃষ্টিভঙ্গিগত সীমাবদ্ধতাকে সরিয়ে ফেলতে হবে। এ সীমাদ্ধতা যে কেবল যারা নীতি নির্ধারণ করেন তাদের মধ্যে রয়েছে তা নয় প্রবীণদের মনেও রয়ে গিয়েছে। প্রথমেই সমাজের এই ভ্রান্ত ধারণাকে সরিয়ে ফেলতে হবে।

এ ছাড়াও নতুন ডিজিটাল বিশ্বে তাদের পদচারণাকে সহজ করতে আমরা চেষ্টা করছি-

১. প্রবীণদের জন্য বিনা মূল্যে বা হ্রাসকৃত/ স্বল্প মূল্যে আইটি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়
২. আইটি প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত যেকোনো কর্মসূচিতে বা প্রোগ্রামের অধীনে প্রবীণদের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক কোটার ব্যবস্থা করা যায়
৩. প্রবীণদের সম্পর্কে আদ্যি কালের মানসিকতা বাদ দেওয়ার জন্য বিষয়টিকে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে প্রমোট করা যেতে পারে
৪. শুধু বড় পরিসরে নয় পরিবারের ও ব্যক্তি পর্যায় থেকেও অনেক কিছু করণীয় আছে।

তথ্য প্রযুক্তি আপডেট করার মাধ্যমেও প্রবীণদের ক্ষমতায়ন করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে পরিবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সেই সঙ্গে সামাজিক সচেতনতাও জরুরি। আমাদের বিভিন্ন ক্লাব, খেলার জায়গা ও অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে প্রবীণদের সম্পৃক্ত করতে হবে। অর্থাৎ পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে একই সঙ্গে কাজ করতে হবে।

অনেকে মনে করেন, বর্তমান বাংলাদেশের প্রবীণদের বেশিরভাগই নিরক্ষর, এ নিরক্ষর প্রবীণদের রাতারাতি ডিজিটাল সার্ভিস বা সেবায় অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হবেনা- এ ধরণের মতামত কে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

প্রথমত আমি বলতে চাই বাংলাদেশের প্রবীণদের বেশিরভাগই নিরক্ষর অনেকের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। প্রবীণ যারা এত বয়স হওয়া সত্ত্বেও ডিজিটাল বিশ্বের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে চান তাদের অনেকেই হয়তো পুরো জীবন কাটিয়েছেন কোনো না কোনো সার্ভিসের মধ্যে। অনেকেই হয়তো ছিলেন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা। আর তারা যদি নিরক্ষর হয়েও থাকে তাহলেও সেটা খুব বড় বাঁধা নয়। হ্যাঁ, এ কথা সত্য যে তাদের বয়স বা শিক্ষাগত যোগ্যতা একটা বাঁধা। তবে এ বাঁধা অবশ্যই অতিক্রম করা সম্ভব। রাতারাতি না হলেও ছোট ছোট কর্মসূচি, সকলের সমন্বিত সহযোগিতা থাকলে বাঁধা অতিক্রম করা সম্ভব।

রাইটবেজড এপ্রোচ দৃষ্টিকোন থেকে বাংলাদেশে প্রবীণদের জন্য ডিজিটাল ন্যায্যতা

রাইটবেজড এপ্রোচ অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রত্যেক প্রবীণ ব্যক্তি ডিজিটাল অন্তর্ভূক্তি অর্থাৎ ডিজিটাল সেবা ও ডিভাইস ব্যবহার তার মানবাধিকার। রাষ্ট্র হচ্ছে ইংজোতে **Duty Bearer** অর্থাৎ প্রবীণদের ডিজিটাল অধিকার প্রয়োগের অন্তরায় দুর করার দ্বায়িত্ব রাষ্ট্রের, অন্তর্ভূক্তিতে রাষ্ট্র পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করবেন। এই বাস্তবায়নের ব্যত্যয় ঘটলে রাষ্ট্র জবাবদিহি করবেন। পর্যায়ক্রমে কথাটি গুরুত্বপূর্ণ। রাইট বেইজড এপ্রোচ অর্থ রাতারাতি সকল প্রবীণকে স্মার্ট ফোন এবং ইন্টারনেট ব্যবহার করতে সক্ষম করা নয় তবে সব প্রবীণের ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ তৈরি করা, ডিজিটাল অর্ন্তভূক্তি নিশ্চিত করাই রাষ্ট্রের দ্বায়িত্ব। প্রবীণদের ডিজিটাল অন্তর্ভূক্তির সাথে ডিজিটাল ন্যায্যতা সম্পর্কিত।

প্রবীণদের জন্য ডিজিটাল ন্যায্যতা বাংলাদেশে নেই, ডিজিটাল ন্যায্যতা বলতে সেবা ও ডিভাইস ব্যবহার থেকে প্রবীণদের বঞ্চিত না করা। বৈষম্য মুক্ত ডিজিটাল সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত হলে প্রবীণদের ডিজিটাল অন্তর্ভূক্তি বৃদ্ধি পায়। প্রবীণদের ডিজিটাল সেবা ব্যবহারের জন্য রাষ্ট্রকে কয়েক ধাপে কাজ করতে হবে।

প্রথম ধাপ: গবেষণার মাধ্যমে প্রবীণদের ডিজিটাল অন্তর্ভূক্তি অবস্থান নির্নয় করা

দ্বিতীয় ধাপ: গবেষণা লব্ধ ফলাফল, নীতি নির্ধারকদের কাছে উপস্থাপন করা এবং প্রবীণদের অন্তর্ভূক্তি বিষয়ে সক্রিয় ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করা।

তৃতীয় ধাপ: নীতি ও কৌশল প্রণয়ন করা। যৌথ নীতি কৌশলের লক্ষ্য হবে প্রবীণদের জন্য ডিজিটাল ন্যায্যতা তৈরি করা।
চতুর্থ ধাপ: এই ডিজিটাল ন্যায্যতার জন্য কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

বাংলাদেশে ডিজিটাল ন্যায্যতার রূপরেখা

১. প্রবীণদের ডিজিটাল ন্যায্যতার প্রধান পদক্ষেপ হবে ডিজিটাল নিরক্ষরতা থেকে প্রবীণদের মুক্ত করা। ডিজিটাল নিরক্ষরতা হল মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট ব্যবহার সম্পর্কে অন্ধকারে থাকা।
২. পিছিয়ে পড়া প্রবীণদের ডিজিটাল সেবার সুযোগ ব্যবহারে সহায়তা করা।
৩. ডিজিটাল ডিভাইস ও সেবা প্রদানকারীরা প্রবীণদের অর্ন্তভূক্তিতে গুরুত্ব দেবে, সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ নেবে।
৪. সরকার প্রবীণদের ডিজিটাল সাক্ষরতা ও দক্ষতা তৈরিতে বাজেট বরাদ্দ ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবেন।

আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস পালনে রিকের মূল উদ্দেশ্য ও প্রবীণদের জন্য ডিজিটাল ন্যায্যতা নিয়ে রিকের নির্বাহী পরিচালকের সাক্ষাৎকার

প্রশ্ন: সম্ভবত: বাংলাদেশ এমনকি এশিয়ায়, রাষ্ট্রের বাইরে যে কয়টি সিভিল সোসাইটি সংগঠন ধারাবাহিকভাবে শুরু থেকে আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস পালন করছে রিক তাদের মধ্যে অন্যতম। রিকের ধারাবাহিক আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস পালনের উদ্দেশ্য কি?

আবুল হাসিব খান: রিক মনে করে আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবসের গুরুত্ব অপরিসীম।

১. এটা এমন একটা দিন যখন সমগ্র বিশ্বের প্রবীণরা নিজেদের মধ্যে সংহতি জ্ঞাপন করতে পারে।

২. এ দিবসে একটা বৈশ্বিক শ্লোগান থাকে- এই শ্লোগান পুরো বিশ্বের প্রবীণদের পরিস্থিতি, অধিকার, উন্নয়ন ও অন্তর্ভূক্তিকে প্রতিফলিত করে।

৩. এই শ্লোগান সামনে রেখে জাতীয়-স্থানীয় পর্যায় প্রচারণা অংশগ্রহণ করে, রিক সেই জন্য স্থানীয়, জাতীয় পর্যায়ে প্রবীণদের অংশগ্রহণকে গুরুত্ব দেয়। এই দিবসকে কেন্দ্র করে প্রবীণদের কণ্ঠস্বর উচ্চারিত হোক, এটাই রিকের আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস পালনের মূল আকাঙ্খা।

প্রশ্ন: বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস পালনে অভিজ্ঞতা কি?

জনাব খান: শুরুতে রিক'ই ছিল প্রধান উদ্যোক্তা। আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস পালন রিকের কর্ম এলাকা ও ঢাকায় র‍্যালি, আলোচনা সভা হয়। এই দিবস ঘোষণার সূচনায় কেন্দ্রীয়ভাবে সরকারের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য ছিলনা। পরে হেল্পএইজ নেটওয়ার্কভূক্ত সংস্থা ও এফআরইবি সদস্যরা অংশগ্রহণে এগিয়ে আসে। সরকার সচেতন হয়। গত দশ বছরেরও বেশি সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর নেতৃত্বে জাতীয় পর্যায় দিবসটি পালিত হচ্ছে। কিন্তু এ দিবস পালনের মধ্যে প্রবীণদের অর্ন্তভূক্তি অগ্রগতি যতটা হওয়া দরকার এখনও সেটা আশানুরূপ নয়। হয়তো সেটা পর্যায়ক্রমে অর্জিত হবে। গণমাধ্যমে আগের চেয়ে সংবেদনশীল হওয়া প্রয়োজন তা হচ্ছে না।

প্রশ্ন: যথাযথভাবে বাংলাদেশে কিভাবে আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস পালন করা উচিৎ?

জনাব খান: যথাযথভাবে আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস আন্তঃপ্রজন্ম সংহতিভিত্তিক হওয়া উচিৎ। প্রবীণ দিবসে অন্যান্য প্রজন্মের এগিয়ে আসা উচিৎ। তাদেরও প্রবীণ দিবসের থিমের সাথে পরিচিত হওয়া উচিৎ। কাজেই প্রবীণদের বিষয়টা সকল প্রজন্মের সহযোগিতা ভিত্তিক হওয়া উচিৎ। আমি মনে করি গ্রামে ও নগরে যত বেশি তৃণমূল প্রবীণরা অংশগ্রহণ করবে ততই প্রবীণ দিবসের মান বৃদ্ধি পাবে। প্রবীণ দিবসের রাষ্ট্রীয় পর্যাপ্ত অন্তর্ভূক্তিমূলক আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস পালনের প্রতিনিধিত্বশীল জাতীয় কমিটি গঠন করা উচিৎ।

প্রশ্ন: আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবসে প্রবীণ নারীদের অংশগ্রহণের গুরুত্ব কিভাবে দেখেন?

জনাব খান: আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবসে প্রবীণ নারীদের অংশগ্রহণের বিশেষ উদ্যোগ ও নির্দেশনা দেয়া উচিৎ। প্রস্তুতির সময়, প্রবীণ নারীদের অংশগ্রহণের বাধাঁ চিহ্নিত করা, দুর করতে সরকারসহ সকল স্টেক হোল্ডারদের উদ্যোগী হওয়া উচিৎ।

প্রশ্ন: করোনা মহামারীর মধ্যে রিকের আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস পালনের অভিজ্ঞতা বলবেন কি?

জনাব খান: হ্যাঁ, ২০২০ সালের ১ লা অক্টোবর ছিল কোভিড মহামারীর মধ্যে রিকের আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস পালন করতে হয়েছে। কারণ এই মহামারী বিশ্বব্যাপী প্রবীণদের জন্য প্রাণঘাতী; অন্যান্য বয়সীদের তুলনায় প্রবীণরাই এই মহামারীর ভিকটিম। তাই আমরা নিউজলেটার ও অন্যান্য প্রচারণা ভার্চুয়াল সভার মাধ্যমে এ দিবসটি পালন করছি, পালন করার মধ্য দিয়ে সকলের ইতিবাচক সহযোগিতা পেয়েছি।

প্রশ্ন: ২০২১ সালের থীম থেকে বাংলাদেশে প্রবীণদের জন্য কিভাবে ডিজিটাল ন্যায্যতা সম্ভব?

জনাব খান: আমি মনে করি, বাংলাদেশে ডিজিটাল ন্যায্যতা চ্যালেঞ্জিং কিন্তু অসম্ভব নয়। আমরা যদি প্রথম থেকে মোবাইল ব্যবহার নিয়ে চিন্তা করি, তবে বেশি সংখ্যক প্রবীণ মোবাইল ব্যবহার করে যোগাযোগ করে সেবা গ্রহণ করতেন তবে তা ডিজিটাল নায্যতার পক্ষে এক পা এগোবে। তারপর প্রবীণদের ইন্টারনেট ব্যবহারে নীতি ও কৌশলগত প্রণোদনা দিতে হবে। প্রবীণরা ইন্টারনেট ব্যবহার করলে তাকে ফ্রি করে দিতে হবে। প্রবীণবান্ধব স্মার্ট ফোন উদ্ভাবন করতে হবে। প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রবীণরা বেশি বেশি ইন্টারনেট ব্যবহারে এগিয়ে আসে তবে ইন্টারনেট ন্যায্যতা সম্ভব।

প্রশ্ন: ২০২১ সালে আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবসে ডিজিটাল ন্যায্যতার কথা বলা হয়েছে তা শুধু "প্রবীণদের জন্য বলা হয়নি" এর তাৎপয কি?

জনাব খান: সব বয়সীদের ডিজিটাল ন্যায্যতা মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে যৌক্তিক কারণ মানবাধিকার সকলের জন্য প্রযোজ্য, সকল বয়সী মানুষ ডিজিটাল সেবা ও সুযোগ ব্যবহার করতে পারলে প্রবীণদেরও ডিজিটাল ন্যায্যতা অর্জিত হবে। শুধু আলাদাভাবে প্রবীণদের ডিজিটাল ডিভাইড বা বৈষম্য নিয়ে কাজ করলে ন্যায্যতার বিষয়টা পরিপূর্ণতা পাবেনা।

প্রযুক্তি মনস্ক হউন
জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ুন
আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শরীক হউন

প্রবীণদের ডিজিটাল অন্তর্ভূক্তির চাহিদা ও সরকারের দিক সমূহ

বাংলাদেশের প্রবীণদের ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল প্রযুক্তি সেবার অন্তর্ভূক্তির চাহিদা তৈরি হচ্ছে স্বাভাবিকভাবে, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই চাহিদা অপূর্ণ থাকছে। অপূর্ণ হবার অন্যতম কারণ হচ্ছে প্রযুক্তি এই অন্তর্ভূক্তি হওয়ার চাহিদার পুরণের সরবরাহ লাইন নেই। ডিজিটাল অন্তর্ভূক্তি হচ্ছে ডিজিটাল সেবা ও ডিভাইস ব্যবহারের দক্ষতা ও সক্ষমতা থাকা। অন্যদিকে যারা সেবা দিচ্ছেন তারাও প্রবীণদের ব্যবহারকারী হিসেবে গণ্য করে সেবা নিতে প্রবীণকে বাধাকে অতিক্রম করার ব্যবস্থা করছেন না। এখানে সরবরাহ বলতে সহায়তা ও কর্মসূচি বোঝানো হয়েছে। চাহিদা পুরণ করার জন্য আয়োজন বা সক্ষমতা তৈরি। চাহিদারও আবার দুটি দিক রয়েছে, প্রথমতঃ বাস্তব চাহিদা, দ্বিতীয়তঃ সচেতন ও সক্ষমতা ভিত্তিক কার্যকরী চাহিদা।

সেবা পেতে ডিজিটাল অন্তর্ভূক্তির চাহিদা: প্রথমতঃ বাস্তব চাহিদা হচ্ছে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার বাধ্যগত (**mandatory**), ডিজিটাল প্রযুক্তি ছাড়া সেবা পাবেন না। বাণিজ্যিকভাবে এখন সেবা নিতে অর্থের মাধ্যমে কেউ সহায়তা দিয়ে থাকতে পারে। কোথায় কিভাবে এই সহায়তা পাওয়া যায় তার তথ্য প্রবীণদের পেতে হবে, কিন্তু বাংলাদেশে অধিকাংশ প্রান্তিক প্রবীণদের কাছে এই তথ্য থাকেনা। ফলে প্রবীণদের বাস্তব চাহিদা পুরণ হচ্ছেনা। দ্বিতীয়ত, প্রবীণদের ডিজিটাল স্বাক্ষর ও দক্ষতা থাকা। ডিজিটাল সাক্ষরতা ও দক্ষতা থাকলে প্রবীণরা ইচ্ছানুযায়ী ডিজিটাল সেবায় অন্তর্ভূক্ত হতে পারেন। এক্ষেত্রে প্রবীণদের শিক্ষা ও আর্থ সামাজিক অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়ত চাহিদা তৈরির জন্য আবার দক্ষতা সক্ষমতার তৈরি সহায়তা সুযোগ থাকতে হয়।

ডিজিটাল অন্তর্ভূক্তির ফলাফল কাঠামো (Result Framework)

তথ্যের আদান প্রদান যোগাযোগে ডিজিটাল চাহিদা: প্রবীণরা তথ্যের প্রদান ও যোগাযোগ রক্ষার জন্য ডিজিটাল অন্তর্ভূক্তির চাহিদা তৈরি হচ্ছে। কারণ তথ্যের আদান প্রদান ক্রমশ: ডিজিটাল প্রযুক্তিভিত্তিক হচ্ছে। ডিজিটাল অন্তর্ভূক্তি না থাকলে প্রবীণ তথ্যের আদান প্রদান থেকে দুরে সরে যাবেন। কল্যাণকর রাষ্ট্র অপেক্ষাকৃত দূর্বল নাগরিকদের জন্য সুরক্ষা সার্ভিস সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। এই সার্ভিস বেশিরভাগই ডিজিটাল প্রযুক্তি ভিত্তিক। ডিজিটাল প্রযুক্তিতে অন্তর্ভূক্তি ছাড়া প্রবীণরা এই সার্ভিসে সুফল পাবেন না।

অন্তর্ভূক্তির ক্ষেত্রসমূহ মূলত: বাস্তব জীবন যাত্রার সাথে জড়িত। ডিজিটাল প্রযুক্তিতে অন্তর্ভূক্তি জীবনকে সহজ এবং জীবনমানকে উন্নত করে। এখানে প্রবীণদের ডিজিটাল অন্তর্ভূক্তি ৪টি ফলাফল চিহ্নিত করা যেতে পারে:

১. ডিজিটাল ডিভাইস ও সেবা ব্যবহার করে জীবনমানের উন্নয়নের বাধাঁ দুর করা।
২. আয় ও উৎপাদনমূলক কাজে যুক্ত থাকা দীর্ঘায়িত হওয়া।
৩. তথ্যের আদান প্রদান, যোগাযোগ অক্ষুন্ন থাকার সক্ষমতা বজায় থাকে।
৪. সুরক্ষা সার্ভিস ব্যবহারের মাধ্যমে দুঃস্থতা হ্রাস পায়।

১. ডিজিটাল ডিভাইস ও সেবা ব্যবহার করে জীবনমানের উন্নয়নের বাঁধাঁ দুর করা: ডিজিটাল সেবা ও ডিভাইস ব্যবহারের জন্য প্রবীণদের ডিজিটাল অন্তর্ভূক্তি বিষয় বিবেচনা করতে হবে। প্রবীণরা স্বউদ্যোগে ডিজিটাল সেবা ও ডিভাইস ব্যবহার করতে পারেন, তাহলে যেটা হবে আদর্শ পরিস্থিতি- না পারলে প্রবীণদের ডিজিটাল সেবা ও ডিভাইস ব্যবহারে সক্ষম করতে হবে। কারণ একুশ শতকে প্রবীণদের জীবনমান উন্নয়নে ডিজিটাল ডিভাইস ও সেবা ব্যবহার জরুরী। করোনা মহামারীর অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যাচ্ছে সেবা খাত দ্রুত ডিজিটালাইজড হয়ে যাচ্ছে।

২. আয় উৎপাদনমূলক কাজে যুক্ত থাকা দীর্ঘায়িত হওয়া: চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রাক্কালে ডিজিটাল অন্তর্ভূক্তি ছাড়া প্রবীণরা আয় উৎপাদন কাজে যুক্ত ও চালিয়ে যেতে পারবেন না। কাজেই অর্থনৈতিক সক্ষমতার জন্য ডিজিটাল আয় ও উৎপাদনমূলক কাজে যুক্ত থাকা দীর্ঘায়িত করা প্রয়োজন।

৩. তথ্যের আদান প্রদান, যোগাযোগ অক্ষুন্ন থাকায় সক্ষমতা বজায় থাকে: প্রবীণরা ডিজিটাল অন্তর্ভূক্ত হলে প্রবীণদের যোগাযোগ ও তথ্যের আদান প্রদান অক্ষুন্ন থাকবে। ফলে প্রবীণদের ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে সক্ষমতা বজায় থাকবে। সক্ষমতা প্রবীণদের জীবন ও জীবিকাকে সুরক্ষিত করবে।

৪. সুরক্ষা সার্ভিস ব্যবহারে দুঃস্থতা হ্রাস পায়: আধুনিক কল্যাণকর রাষ্ট্রে প্রবীণদের জন্য হেল্পলাইন সহ সুরক্ষা সার্ভিস চালু করেছে। কিন্ত অধিকাংশ সুরক্ষা সার্ভিস ডিজিটাল। কাজেই ডিজিটাল অন্তর্ভূক্তি ছাড়া এই সেবা ব্যবহার করতে পারবে না। ডিজিটাল অর্ন্তভূক্তির সুফল পাবেনা।

সরবরাহ লাইন ঃ প্রবীণরা ডিজিটাল ডিভাইডের অন্যতম শিকার। ডিজিটাল ডিভাইড সাধারণভাবে যারা ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারছেনা, আর যারা ব্যবহার করতে পারছেন তাদের পার্থক্য বোঝায়। ডিজিটাল অগ্রগতি সত্ত্বেও প্রবীণরা ডিজিটাল অন্তর্ভূক্তিতে ক্রমশ: পিছিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার এসডিজি বাস্তবায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ, এসডিজিতে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভূক্ত করা শক্তিশালী ম্যাণ্ডেট রয়েছে। এই ম্যাণ্ডেট বাস্তবায়িত করতে সরকারের নীতি কৌশল কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। ফলে প্রবীণরা ডিজিটাল অর্ন্তভূক্তি হতে পারেন।

প্রবীণদের ডিজিটাল সাক্ষরতা ও দক্ষতার কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ। প্রবীণরা ডিজিটাল সাক্ষরতা ও দক্ষতা তৈরি করাও একটি সরবরাহ লাইনের কাজ। প্রবীণদের ডিজিটাল ডিভাইস ও সেবা ব্যবহারের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি জরুরী।

উপসংহার ঃ প্রবীণদের ডিজিটাল অন্তর্ভূক্তির চাহিদা ও সরবরাহের ভারসাম্য তৈরি করতে হবে। প্রবীণদের মধ্যে সুপ্ত চাহিদা সক্রিয় করতে হবে। এ কাজে এনজিও, প্রবীণ সংগঠন, তথ্য প্রযুক্তি ফার্ম অবদান রাখতে পারেন। অন্যদিকে সরকারের যে সব প্রতিষ্ঠান ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার জন্য কৌশল, কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছেন তাদের প্রবীণদের অর্ন্তভূক্তির গুরুত্ব দিতে হবে। শুধু কাগজে কলমে নয়, সম্পদ ব্যবহার করতে হবে প্রবীণদের ডিজিটাল অন্তর্ভূক্তির জন্য। তবেই ডিজিটাল বাংলাদেশ সব বয়সীদের হবে।

রিকের প্রবীণ দিবস উদযাপন

ফেরদৌসি বেগম

প্রবীণদের অধিকারের বিষয়টি আজ বিশ্বব্যাপি স্বীকৃত। ২০০২ সালে বিশ্বের মোট ১৫৯ টি দেশ মাদ্রিদ প্রবীণ বিষয়ক আন্তর্জাতিক কর্ম পরিকল্পনা (MIPAA) তে স্বাক্ষর করেছিল এবং জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ মিপা সম্মেলনকে সমর্থন করে যা জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত সকল দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বিশ্বব্যাপি প্রবীণ জনগোষ্ঠীর তাৎপর্যপূর্ণ বৃদ্ধির কারণে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের সরকারগুলো নানা ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করার পরও পরিস্থিতি আয়ত্তের মধ্যে আসছে না ফলে উন্নয়নের সঙ্গে প্রবীণদের যুক্ত করার বিষয়টি আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ২০০২ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক আয়োজিত মাদ্রিদে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক অধিবেশনে প্রবীণ বিষয়ক আন্তর্জাতিক কর্মপরকিল্পনা গৃহীত হওয়ার পর থেকে অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও সরকারীভাবে প্রবীণদের বিষয়টি অধিকতর গুরুত্ব লাভ করে।

প্রবীণদের সমস্যা ও সম্ভাবনার গুরুত্ব বিবেচনার জন্য বিশ্বব্যাপি রাষ্ট্র ও সমাজের সচেতনতা ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের জন্য জাতিসংঘ প্রতিবছর ১লা অক্টোবর একটি বিশেষ থিম/শ্লোগান নিয়ে আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস পালনের আহ্বান জানায়। ১৯৯৯ সাল আন্তর্জাতিক প্রবীণ বর্ষ হিসেবে পালিত হয় যার মূল শ্লোগান ছিল: "সকল বয়সীদের জন্য সমাজ গড়ি"। এই শ্লোগানের চারটি মাত্রা ছিল- ব্যক্তির জীবনব্যাপি উন্নয়ন, সকল প্রজন্ম সম্পর্ক, প্রবীণ জনসংখ্যা ও উন্নয়নের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক ও প্রবীণ ব্যক্তিদের অবস্থান। আন্তর্জাতিক বর্ষ দুনিয়াব্যাপি সচেতনতা, গবেষণা ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণে অগ্রগতি এনে দিয়েছে, একই সঙ্গে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সুযোগগুলো সংযুক্ত এবং সকল খাতে প্রবীণদের বিষয়টি অঙ্গীভূত করতে উদ্যোগ গ্রহণে সাহায্য করেছে।

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় ও বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার উদ্যোগে প্রতি বছরের মত জাতিসংঘ ঘোষিত প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে রিক ১৯৯১ সাল হতে প্রতি বছর আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পালন করে আসছে। জাতিসংঘ ঘোষিত 'আন্তর্জাতিক প্রবীণ বর্ষ' কে ঘিরে রিক অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে এই 'আন্তর্জাতিক প্রবীণ বর্ষ'কে পালন করে এবং প্রবীণ দিবসের অংশ হিসেবে চিড়িয়াখানা এবং মনোরম ঐতিহাসিক স্থানসমূহে প্রবীণদের পরিদর্শন এর আয়োজন করেছে। পরবর্তীতে এই দিবসে বিভিন্ন জেলা থেকে প্রবীণরা ঢাকাতে এসে জড়ো হন এবং মানববন্ধন ও জাতীয় পর্যায়ের আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করে। আলোচনা সভার মূল উদ্দেশ্য হলো তৃণমূল পর্যায় হতে শুরু করে জাতীয় পর্যায়ে প্রবীণদের অভিজ্ঞতা এবং গবেষণার মাধ্যমে প্রবীণদের জীবনমানের উন্নয়নের জন্য সরকারের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিশ্চিত করা। বৃহৎ ফোরামে প্রবীণদের দাবির ফলেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রবীণদের অধিকার সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা-২০১৩, পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন-২০১৩ অনুমোদন করেন এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রবীণদের জ্যেষ্ঠ নাগরিক হিসেবে ঘাষণা-২০১৪ দেয়া হয়। সরকারের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় প্রবীণদের বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা প্রদান করার পাশাপাশি প্রবীণদের বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা ও শান্তি নিবাস স্থাপনসহ অন্যান্য কার্যক্রম চালু রয়েছে। ২০২০ সালের অতিমারি কভিড-১৯ প্রবীণদের আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অধিক থাকায় এ পর্যন্ত প্রবীণদের নিয়ে সরকারী এবং বেসরকারী উদ্যোগ গুলো সীমিত করা হয়েছে। স্বল্প পরিসরে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ২০২০ সালে আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস উদযাপন করা হয় এবং গত বছরের ন্যায় এবছরও সরকারীভাবে প্রবীণ সমাবেশ নিরুৎসাহিত করা হয়েছে তবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন সংস্থা ২০২১ সালের প্রতিপাদ্য "Digital Equity for All Ages- ডিজিটাল সমতা সকল বয়সের প্রাপ্যতা" এর তাৎপর্য নিয়ে প্রবীণদের অংশগ্রহণে অনলাইন এর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে।

প্রবীণ কল্যাণে একটি সমন্বিত উদ্যোগ

অসহায় প্রবীণদের পাশে আমরা আছি
আপনিও তাদের পাশে দাঁড়ান
আপনার সহায়তা আমরা পৌঁছে দিচ্ছি
অসহায় প্রবীণদের কাছে

আপনার আর্থিক সহায়তা দেশ ও বিশ্বের যে কোন প্রান্ত থেকে সরাসরি ব্যাংক হিসাবে পাঠাতে পারেন

ন্যাশনাল ব্যাংক লি., ধানমণ্ডি শাখা
হিসাবের নাম:
Resource Integration Centre-OWF
হিসাব নংঃ **0006336001263**
রাউটিং নং **150261186**
সুইফট কোড নং **NBLBBDDH063**
অন্যান্য সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন
www.ric-bd.org

সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদক — আবুল হাসিব খান
সার্বিক তত্ত্বাবধানে — তোফাজ্জেল হোসেন মঞ্জু
সম্পাদকীয় সদস্যমণ্ডলীঃ — আবু রিয়াদ খান, দীপক রঞ্জন চক্রবর্তী, ফেরদৌসি বেগম (গীতালি)
গ্রন্থনা ও পরিকল্পনায় — মোঃ শামীম জাফর
সম্পাদকীয় যোগাযোগ — ricageingteam@gmail.com

এ সংখ্যার ছবি সুত্রঃ রিক আর্কাইভ, ক্রিয়েটিভ আইটি, দৈনিক প্রখম আলো

রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক)
বাড়ী নং ৮৮/এ/ক, সড়ক নং ৭/এ
ধানমণ্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯
টেলিফোন ঃ + ৮৮০২৫৮১৫২৪২৪
ফ্যাক্স ঃ + ৮৮০২৫৫০২৬৬১০
ই-মেইলঃ ricdirector@yahoo.com
ওয়েব ঃ www.ric-bd.org